যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এসএসসির ফল বিশ্লেষণ

রাজনীতি ও গণিতই ডুবিয়েছে

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষাকালে বিরামহীন অবরোধ ও হরতাল, গণিতে প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজে কম পাস, পরীক্ষার হলে তুলনামূলক কড়াকড়ি আর খাতায় উদারভাবে নম্বর দেয়া বন্ধ— এই পাঁচটির প্রভাব পড়েছে এবারের পাসের হারে। এই পাঁচটির কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ফলাফলেও। যে কারণে গত বছরের তুলনায় এবার মোট পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য মিলেছে।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার সর্বমোট ৫ দশমিক ৯৫ ভাগ কমেছে। আর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৩০ হাজার ৩৭৫ জন। সংশ্লিষ্টরা জানান, গেল বছরের তুলনায় যদিও পাসের হার এবং জিপিএ-৫ কমেছে, কিন্তু পাসের হার সেই ৮৭ ভাগের বেশি। অপরদিকে এবার এসএসসির ৮টি শিক্ষা বোর্ডে সরকার যে ১৬০ 'সেরা প্রতিষ্ঠান' নির্বাচিত করেছে, সেগুলোর মধ্যে গ্রামাঞ্চলের স্কুল মাত্র ৬টি। এই বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কয়েক বছর ধরে বেড়ে যাওয়া পাসের হারের সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের কতটা উন্নয়ন ঘটেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

শনিবার রাতে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানের সঙ্গে এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে কথা হয়। তিনি বলেন, ফলাফলের ওপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব মূলত হরতাল-অবরোধের কারণে। এছাড়া এবার প্রথমবারের মতো গণিত ও উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র চালু করা হয়। যে কোনো পদ্ধতি প্রথম প্রথম একটু কমই বোধগম্য হয়। এটারও একটা প্রভাব রয়েছে। আর আমি বলে দিয়েছি, যে বা যারা উদারভাবে খাতা দেখা বা নম্বর দেয়ার কথা বলবে, তাদের তথ্য দেবেন। সংশ্লিষ্টদের আমরা চিহ্নিত করব। হয়তো এরও কোনো প্রভাব পড়তে পারে।'

তবে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপে ভিন্ন তথ্যও পাওয়া গেছে। তারা বলেছেন, দেশব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম এখন চলে গেছে 'কোচিং সেন্টারে'। দেশের অন্যান্য বাণিজ্যের চেয়ে জমজমাট এখন কোচিং বাণিজ্য। ক্লাসে পাঠদান নেই বললেই চলে। এই বাস্তবতায় সব শিক্ষার্থীর টাকার বিনিময়ে শিক্ষা কেনা বা কোচিং-প্রাইভেট পড়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রস্তুতি কম হয়েছে। ফলে অনেকেই ভালো ও কাঙ্ক্ষিত ফল করতে পারেনি।

ডুবিয়েছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ডুবিয়েছে : গণিতই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে এবারে তুলনামূলক খারাপ ফলাফলের জন্য শিক্ষামন্ত্রী হরতাল-অবরোধকে দায়ী করেছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে এ নিয়ে অভিভাবকদের কাছ থেকে মিশ্র বক্তব্য পাওয়া গেছে। কেউ বলেছেন, রাজনৈতিক কারণে ফল খারাপ হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেদিন যে বিষয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেদিন সে পরীক্ষা হয়নি। এটাও একটা নেতিবাচক প্রভাব। আবার কেউ বলেছেন, এটাই মূল কারণ হতে পারে না। কেননা রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার প্রায় ৯৫ ভাগ। হরতাল-অবরোধের প্রকোপ বেশি ছিল এ অঞ্চলে। আবার মাদ্রাসা বোর্ড এবং কারিগরি বোর্ডে পাসের হার এবার গত বছরের তুলনায় বেশি। তাই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনীতির প্রভাব পরীক্ষায় পড়লে তা কেবল গুটিকয়েক বোর্ডের ক্ষেত্রে পড়ার কথা নয়।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় শনিবার ফল প্রকাশের সংবাদ সম্মেলনে। তিনি তখন বলেন, হরতাল-অবরোধের কারণে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও অস্থির ছিল। এ কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে। এর প্রভাবে অনেকেরই ফল খারাপ হয়েছে। আর মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েফউল্লাহ বলেন, 'মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে তাদের অনেকেই তুলনামূলক বয়স বেশি। এ ধরনের বাচ্চাদের পরিস্থিতি মোকাবেলার সক্ষমতা বেশি থাকে। এ কারণে তারা গতবারের চেয়ে ভালো করেছে।'

এবার সর্বমোট ২৩টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন হয়েছে। এর মধ্যে গণিত এবং উচ্চতর গণিতে প্রথমবারের মতো সৃজনশীল প্রশ্ন হয়। বিভিন্ন বোর্ডের ৫টি বিষয়ের ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের মধ্যে শেষেরটিতে এবারই প্রথম পরীক্ষা হল। কিন্তু এ বিষয়েও পাসের হার ৯৯ ভাগের নিচে নয়। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ পাসের হার ৯৯.৭৭ ভাগ যশোরে আর সর্বনিম্ন পাসের হার ৯৯.১৩ রাজশাহী বোর্ডে। এ বোর্ডে আবার এসএসসির ৮টি বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ পাসের হার। তাই বলা যায়, এ বিষয়টি পাসের হারে প্রভাব ফেলেনি। রসায়ন, পদার্থ আর ইংরেজিতেও পাসের হার কোনো বোর্ডেই ৯৬ ভাগের নিচে নয়। তাই এই তিন বিষয়ও এবার প্রভাব ফেলেনি।

কিন্তু গণিতে এবার সাধারণ ৮টি বোর্ডে সর্বনিম্ন ৮৪.৮৬ আর সর্বোচ্চ ৯৫.৬৫ ভাগ পাস করেছে। এ বিষয়ে ৮টি বোর্ডের মধ্যে ৬টি বোর্ডেরই পাসের হার ৯০ ভাগের নিচে। সেই হিসাবে ধরা হয় যে, গণিতের সৃজনশীল প্রশ্নই এবার ভালো পাসে প্রভাব ফেলেছে।

এদিকে মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজে কম পাসের হারও মোট পাসের হারে প্রভাব ফেলেছে। এবার বিজ্ঞানে পাসের হার ৯৬.৩৫ ভাগ। অথচ মানবিকে ৭৯.৩২ এবং বিজনেস স্টাডিজে ৮৬.৯৩ ভাগ। এই দু'বিভাগে পাসের হার কম হওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষকরা গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনকে দায়ী করেছেন।

এদিকে যুগান্তরের অনুসন্ধান ও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে পাসের হার কমার পেছনে আরও দুটি কারণ পাওয়া গেছে। দেশব্যাপী স্কুল-মাদ্রাসায় লেখাপড়া বলতে গেলে বন্ধ হয়ে গেছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পাঠদান করে না। শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে যেতে বাধ্য করছে। ফলে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য তা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরে শিক্ষার্থীদের হাতে এমসিকিউয়ের উত্তর চলে যাওয়া, পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীকে সৃজনশীলের প্রশ্নোত্তর বলে দেয়া বা দেখাদেখির সুযোগ করে দেয়া এমনকি উত্তরপত্র নিখুঁত করে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এবার এই পরীক্ষায় কেন্দ্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। অনেকেই প্রশ্নোত্তর পৌঁছাতে পারেনি। এর প্রভাবও ফলে পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।